গ্রাম বাংলার চালচিত্র

কাঞ্চন কুমার

অক্লান্ত কৌরব

মহাশ্বেতা দেবী বাংলার সেই লেখিকা যাঁর বহু লেখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষকে কাছে টেনেছে। তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে অবহেলিত ভারত। যে অরণ্যে থাকেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর খেড়িয়ারা, শোষণ ছাড়া সভ্যতার কোন কিছুই সেখানে পৌঁছায়নি। তাঁদের জীবন সংগ্রাম,দিন বদলের সংগ্রাম, আশাআশঙ্কার কথা অত্যন্ত দরদ দিয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ভূমি সম্বন্ধের কথা, শ্রমিকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বঞ্চিত কৃষকদের দু বিঘা জমির স্বপ্নের কথা। আর এই সব ব্যাপারগুলো ঠিক এইভাবে আমাদের দিতে পারেননি অন্য কেউ।

১৯৭৩ সালে 'হাজার চুরাশির মা' লিখে তিনি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদিও তার আগে 'ঝাঁসির রানী' ও 'নটী' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন অনেকেই। তারপর ক্রমে ক্রমে 'অগ্নিগর্ভ' 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' 'অরণ্যের অধিকার' 'শালগিরার ডাক' 'নৈঋতে মেঘ' তাঁকে সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের বাইরে সমাজ বদলের রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে তিনি অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠলেন। তাঁর সম্পাদিত 'বর্তিকা'র বিভিন্ন সংখ্যায় সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, খেড়িয়া, লোধাদের নিজেদের সম্বন্ধে লিখিয়ে তিনি তাঁদের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন, ফলে খুব কাছ থেকে জানলেন তাঁদের। প্রথম দিকে জগত শঙ্খধর জী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাঁর উপন্যাস গুলির হিন্দী অনুবাদ শু করেন, পরে অন্য অনুবাদকরাও আসেন, তাই হিন্দীর পাঠক-পাঠিকারাও তাঁর লেখার সঙ্গে ভাল ভাবেই পরিচিত।

আমি যে বইটি বেছে নিয়েছি, সেই 'অক্লান্ত কৌরব' বহু পরিচিত নয়। তাছাড়া বইটি বহুদিন হল ছাপা নেই। শুকদেব চট্টোপাধ্যায় লাইব্রেরী থেকে ফটোকপি করে এনে দিয়েছেন। এই উপন্যাসটি পুনর্পাঠের সময় আমি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে চাই, কারণ আমি চাই এর স্বাদ এই লেখাটির পাঠক-পাঠিকারাও পান। যে কালখণ্ডটি লেখিকা ধরতে চেয়েছেন তা হ'ল ১৯৮০ সাল।

সত্তর দশকে 'জাগুলা শহরের আশেপাশে গ্রামে নাকি এক সাঁওতাল দীর্ঘকাল প্রশাসনের সঙ্গে লড়েছে। পাঁচ বার সম্মুখ সংঘর্ষে 'বসাই টুডু মৃত বলে জানা গেছে।' 'জাগুলা এখন শান্ত শান্ত। এ শান্তি অগ্নিগর্ভ না সত্যিই শান্ত অবস্থার পরিচয় তা জানা যায় না'। এই শহর সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন, 'জাগুলা শহরটি গোপন সমঝোতার তাদের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে সে।' (সামন্ত যিনি সব থেকে বড় বামদলের স্থানীয় নেতা) বস্তুত, শহরটিএখন তাদের গুণ্ডা-মস্তান-ঠিকাদার-বাটপার ব্যবসায়ীদের দখলে। সবাই এ রেজিমে বেজায় খুশি। যথেচ্ছ মুনাফালোটচলছে, যথেচ্ছ মস্তানি চলছে, যথেচ্ছ দাম বাড়ান চলছে, কালোবাজারীর ঢালাও কারবার চলছে, এর পরেও এ রেজিমের পতন কে চাইবে, কেন চাইবে, সামন্ত ভেবে পায়না।"

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের ১৯৭৭ থেকে আজ পর্যন্ত টিকে থাকার রহস্য মহাশ্বেতা দেবী তখনই ধরতে পেরেছিলেন, যা গত আটটি পার্লামেন্ট, ছটি বিধানসভা, পাঁচটি পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনে জয়লাভকে কেন্দ্র করেবুদ্ধিমান বিদ্বান লোকের

া গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আজও।
জনগণের শত্রুরা পুলিশ মিলিটারী দিয়ে আন্দোলন দমন করেই বসে থাকেন। পোষা বুদ্ধিজীবীদের গবেষণার জন্য পাঠায় যারা শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে যাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহ আর মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। এই ঘুলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'বাম রাজনীতির ডান বগলের স্থায়ী বাসিন্দা দ্বৈপায়ন সরকার' এর প্রবেশ দেখি এই উপন্যাসে।
'দ্বৈপায়ন এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কুলীন। চিরকেলে কম্যুনিস্টও, এবং মাঝে মাঝেই আদিবাসীদের বিষয়েপ্রবন্ধ ক্ষেপন করে। প্রবন্ধ লেখার জন্য, জানা যায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ টাকা দেয়। তার বয়স ষাট। রিসার্চের জন্য এসেছেন। 'হিংস ার রাজনীতিতে এদের প্রভূত আগ্রহ।' 'গাল ভারি কথা, পরিসংখ্যান, সারণি ইত্যাদির যোগফলটি মারাত্মক। এই যে াগফলটির বাণীরূপ এই রকম, 'হে ভারতীয় মানুষ! কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে হাতিয়ার তুলো না।'
'গবেষণার কারণেই তার জাগুলা আগমন।' তাঁর উপরওয়ালা সানি বজ্রপানির আদেশ, 'তুমি প্রমাণ করোযে সাঁওত ালরা মোটেই লড়াকু নয়। অন্য আদিবাসীরা অনেক লড়াকু। সাঁওতাল সমাজ, সমস্ত আদিবাসী সমাজগুলিই, সততা, অকপটতা, লড়াকু স্বভাবের জন্যে বিশিষ্ট। তুমি প্রমাণ করো ওরা দুর্বল, মেদগুহীন, উচচশিক্ষা ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওদের কেনা যায়।'
এখানে এসে সে জানতে পারল সি পি এম কর্মী 'জিলাবার্তা' নামে কাগজ চালাতে সেই 'কালী সাঁতরাকে ১৯৭৭ সালে বসাই টুডু অপারেশনে চরসার জঙ্গলে পুলিশ মেরে ফেলেও জঙ্গলে ফেলে দেয়। মাস খানেক বাদে বেতুল কাওরা তার হ াড় গোড়, চশমা ও গলিত চটি উদ্ধার করে চাদরে বেঁধে নিয়ে আসে এবং থানায় তা দাখিল করে কালীর মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট কাঁদে হো হো শব্দে। পারিণামে তাকেও মরতে হয়। এ সব কথাই সত্যি এবং কোন ঘটনাই সামন্ত বা এস আই বা দেওকীর অজানা নয়। তাই কালী সাঁতরার ছবি টাঙ্গিয়ে তাকে 'মিসিং' বলে ঘোষণা করা হয়।'
শাসন ক্ষমতার আসার পর থেকেই সি পি এম এর তৃণমূলের কর্মীরা নেতৃত্বের পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়ায়, পুলিশের উপর নির্ভরতা বাড়ে। ক্যাডার বা বিরোধী যেই হোক অসুবিধাজনক হয়ে উঠলেই তাদের নিখোঁজ করা চলতে থাকে--- ভিখারী পাশোয়ান, পার্থ মজুমদার নিখোঁজ হওয়াদের মধ্যে পরিচিত নাম--- ছোট আঙ্গাড়িয়ার পাঁচজনজনযোদ্ধা কে পুড়িয়ে ম ারা ও পুলিশের সাহায্যে লাশ হাপিশ করে দেওয়ার শুটা মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই ধরেছেন।
এই পর্যায়ে প্রবেশ ইন্দ্র প্রামানিকের। ইন্দ্র প্রামানিক নামটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর । সকলের পক্ষেই, পার্টির পক্ষেও। কারণ পা র্টির কাছে ইন্দ্রর মত ক্যাডারের চেয়ে পুলিশ অনেক বেশি দরকারি পার্টি নেতৃত্বের কাছে। পুলিশকে তোয়াজ করা নিয়েই ইন্দ্র এবং সামন্তর ঐতিহাসিক ফাটাফাটি হয়। সামন্ত সেদিন অত্যন্ত তেতে বসেছিল, কালীসাঁতরা গেল তুমি এলে। বিবেকের ভূমিকা দেখছি এখন তোমার।'
'কালীদার নাম আপনি উচচারণ করবেন। না।'
'কেন, যোগ্য, নই?'
'না। পার্টির ইমেজ আপনাদের কল্যাণে বহুদিন থেকেই পচতে বসেছে।'
আজ আমরা শাসক পার্টির মধ্যে যে খুনোখুনি দেখছি তা শু হিয়েছিল সেই প্রথম প্রহর থেকেই। ভাগবাটোয়ারায় যারাই নেতৃত্বের বাধা হয়েছে তাদের তারা সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। ইন্দ্র ব্যাটাকে কালী সাঁতরা করেদেওয়া সম্ভব নয়। বিশাল প্রতিপত্তি ওর গণ ভিত্তি পর্যায়। এটাই হল সামন্তর সমস্যা। এর পরই দ্বৈপায়ণ সরকার জাগুলায় আসে। সামন্ত তখনি ইন্দ্র প্রামাণিকের ব্যবস্থা হল' ভেবে প্রফুল্ল হল। সামন্ত তাকে বলে, ইন্দ্র প্রামাণিক আপনাকে নিয়ে যাবে চরসা।
ইন্দ্র অল্প বয়েসেই আসে সাইকেল রিকসা ইউনিয়ন থেকে। সামন্ত ওকে নিয়ে যায় হাওড়া। বিশরাম পেপারমিলে রজ্জ াকের সহকারী হিসেবে। ইন্দ্রর অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমে তাদের ইউনিয়ন জয়ী হয়। সাতাত্তরে জেলে থেকে বেরিয়ে ও সে হাওড়া কলকাতাতেই ছিল। কিন্তু ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মালিক, পক্ষের সম্পর্কের উন্নতি দেখে ইন্দ্র ঘাবড়ে য ায়।
লেবার ইউনিয়নের হমিদ বিষণ্ণ চিত্তে বলল, ফিলিম পাল্টে গেছে গু। ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল সবাই। সব ফরন্টে এই বন্দোবস্ত এসে যাচ্ছে।
পার্টির প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা থাকে তার, তবু স্বীকার করতে বাধ্য হয়, প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছু বদলায়নি। ইন্দ্র ঠিক করে ও

সামন্তকে বলে, আমি গ্রামে কাজ করব।
সামন্ত বলে, চরসা গ্রামটাকে কেন্দ্র কর। বহু অপ্রীতিকর ঘটনার জায়গা এখন একটা সুস্থ রাজনীতি বোধ সেখানে গড়ে তে ালা দরকার।
জোতদার রামের কে আমরাই তোয়াজ করে চলেছি সামন্তদা? আপনি চটবেন না। যাবার আগে কিছু কিছু কথা পরিষ্কার জানতে চাই। ...রামেরের জমি তো অঢেল। সে জমি খাস হয়েছে? বর্গা রেকর্ড হয়েছে? অপারেশন বর্গায়?
হবে হবে নিশ্চয়।
ইন্দ্র বুঝেছিল হবে না। গ্রাম পর্যায়েও একই নীতি।
চরসায় থাকলাম, খেত মজুর দল গড়লাম। ভালো মজুরি দেবার সময় কার পক্ষ নেব? খেত মজুরের নিশ্চয়।
জেনে নিচ্ছি। আমার জানা পার্টি লাইন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে তো?
তবে হাঙ্গামা কোরো না। মালিক যদি খুব জেদ ধরে কম দেব বলে....
শায়েস্তা করব।
না না, হাঙ্গামা নয়। তখন বলে কয়ে একটা আপস রফা করতে হবে। নকশালদের মতো উগ্রতা কোরোনা।
ন্যায্য মজুরি আন্দোলন করে আদায় করে দেব' বললে নকশাল হয়ে গেলাম?
গ্রামকে জানতে ইন্দ্র এলো। অতীব সংশয়ে সে দুই প্রবীণ কমরেডের চিক চিকে চেহারা হাতের দামী ঘড়ি ও ভালো পোষ াক দেখে। সর্বত্র বেনাজল নাকি?
দীনু (কাত্তরা পার্টির ক্যাডার) কে দেখেই ইন্দ্র বুঝেছিল এ সাচ্চা ছেলে। শান্ত কম কথা বলে। ইন্দ্রকে ও বলল, কালী ব াবুর 'জিলা বার্তা' কাগজের ফাইল পড়ে নেন সমিতির অফিসে সে। কালী বাবু ঘুরে ঘুরে সকল সংবাদ আনত। সব প াবেন সেথা।
ইন্দ্র জানতে পারে চরসার কথা। সে জানে রতন ডোম চরসার বাসিন্দা। অত্যন্ত মিলিটারী মেজাজের লোক। বছরে কয়েক মাস খেতমজুর। অন্য সময় বাঁশের ডালা-কুলো - চুপড়ি বোনা ভরসা। আর ভরসা চরসা জঙ্গলের মূল, কন্দ আহরণ, শজা, খরগোশ, গোসাপ শিকার করে খাওয়া।'
'চরসাতে এক সময় নকশালী খুব হয়। বসাই যি আন্দোলন ওঠাল, তা তো কারণ লয়ে। সি সকল দুঃখ এখুনি ভি আছে। । আর যি কথা নবীন বাবুরা যানেনা, ই সকল গাঁ - গেরামে সানথাল-ডম-কাওরা সভে কত জুলুম সহিছে পুলিশ মেলেটা রি তব ভি বলে, সি নকশালীরা ছিল আমাদের দুখ বুঝিয়ে--- বসাই বুঝিছে।
সারা বাংলা কাঁপান নকশাল আন্দোলন দমনের পর 'বামফ্রন্ট সরকার সংগ্রমের হাতিয়ার' রণধবনি দিয়ে যারা গদিতে এসে বসল তারা কিন্তু লড়াইয়ের কারণ গুলি বোঝার চেষ্টা না করে পুরো এলাকাটাকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখল। সেই বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির দুখী লোকেরা নকশালদের নেতৃত্বে যখন আবার জোট বাঁধল তখন সংবেদনশীলসরকার পুলিশ প্য ারামিলিটারী ও গোয়েবীয় মিথ্যা প্রচার দিয়ে আজ তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে সেই সত্যকে।
এবার মঞ্চে অবতীর্ণ হল
'এক বেঁটে সেঁটে বুড়ো। কপাল, ঘাড় ও ক্ষতের দাগে আভিজাত্য আছে। যেন কেউ দা দিয়ে কুপিয়েছে। (সে) রতন ঘনঘন বাতাস খায় ও বলে, সামন্ত গদীর ভাগ ল্যিল আর মারি দিল বালী বাবুরে। তুমারদের পার্টি বলথে গাঁ - গেরাম মুখ দেখত ঐ কালী বাবুরে। ..আর জোতদার? জোতদার তুমারদের চান্দা দিয়া পার্টির মদত ল্যিছে। গরীব কিষাণ খেত মজুরের পরে তিনগুণ জুলুম চালাতেছে।'
ইন্দ্র জানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামের গরিব কি পায়, কি থাকে স্বাস্থকেন্দ্রে? ওষুধ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, অ াছে শুধু পরাজিত, ক্লান্ত এক ডাক্তার এবং দেওয়াল জোড়া রঙ্গিন প্রচারপত্র।
এরপর বাইশ বছর কেটে গেছে, আজতো গ্রাম শহর সর্বত্রই চিকিৎসা ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়েছে, মানুষকে ফিরে যেতে হচ্ছে ওঝা গুণিন ও হাতুড়েদের কাছে উন্নততর বামফ্রন্টের উন্নয়নের ঠ্যালায়
বন্যা এল, বন্যা গেল। ফুড ফর ওয়ার্ক ব্যাপারটিতে প্রথমে মানুষ উল্লসিত হয়।...ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচীতে যত গম এসেছিল, তা সবাই পায়নি।

দীনু বলল, সবাই কাজত করেনি।
নিমেষের রতনের ব্যক্তিত্বে রূপান্তর ঘটল। চাপা গলায় গর্জনে বলল, কাম সবে পাই নাই। চাই ছলি।
কাজ দেওয়া হয় লোক বেছে, গমও পায় তারা। কিন্তু যে সংখ্যক লোক কাজ করে, যে পরিমান গম বিলি হয়, তার চেয়ে বেশি ছিল। বহু উপোসী লোককে উপোসে শুকিয়ে সে গম উধাও হয়ে যায়।
তাই জনদরদী সরকার গরীব লোকেদের কথা ভাবলেই তাঁরা ভাবেন হঠাৎ সরকার গরীব দুখীর কথা ভাবছে কেন? নিশ্চ য়ই কোনো হুড়কো আসছে।
অপারেশন বর্গার অভূতপূর্ব ভুমি সংস্কারের সাফল্যের কথা সংসদীয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা বামফ্রন্টের পঁচিশ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সারা ভারতে প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছেন। অথচ এই উপন্যাসে উল্টো ছবিই পাচ্ছি
বেনাম জমি ভোগ দখল করে জোত মালিক। সে জমি খাস করে নেবার সময়ে সরকার জোত মালিককেই ক্ষতি পূরণ দেয় কেন?
রোতোনি সাউ তার নিজের জমি ভেস্ট করিয়েছে, ক্ষতিপূরণ বের করে দিয়েছে চার লাখ টাকা, আর নিজের মাহিন্দার চ াকরদের নামে বর্গা রেকর্ড করিয়েছে। শহরে সবাই চমকে গেছে। জমি রইল, কেননা বর্গাদারগুলিভূয়া, তারই অন্নদাস, ক্ষতিপূরণের টাকাও এল।
মতি বাবুরা ঘটনাটিকে 'অপারেশন বর্গ কর্মসূচী রূপায়নের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ' বলেছে।
নেতাদের মতিগতি যখন এই রকম তখন সাচচা কর্মীরা কি করবেন?
পার্টির গণভিত্তিক ক্যাডার সাচচা হলে পার্টির জন্য জান দিতে পারে। নেতৃত্ব পর্যায়ে দুমুখো নীতির সঙ্গে লড়তে পারে না।
নতুন কানুনগো তুষার পাত্র বলল, খুব মুশকিল, জানেন? সব করতে পারি, কিন্তু কোথায় আছে একটা কাঁচের দেওয়াল। সেটা ভাঙতে পারিনা।
বর্গা রেকর্ডে মরতেছে ছুঁচা মালিক ইঁদুর মালিক। বাঘসিংহ যেমন কে তেমুন রহি গেল। খাস জমিন আছে,আমরা পাব ন াই। তারা ভোগ করি যাব।
দিলীপ সোরেন, শিক্ষিত মাধ্যমিক পাস। পুলিশে চাকরি হয়ে যেত। তা না করে চরসায় পড়ে আছে-- তাকে হাটাতে ইন্দ্রকে পাঠিয়েছে সামন্ত। সেই দিলীপ সোজাসুজি ইন্দ্রকে বলল
যাচাই হতে পারে, যা করতেছে তাতে কিছু হবার নয় হে। আমূল ধরি টান মারলে যদি কিছু হয়। সকল জমি খালাস কর, স-কল জমিন! যারাদের নাই, তারাদের বাটি দাও--- করতে পার ইন্দ্র, পার না।
সাধে কি বসাই টুডু হাতিয়ারটো উঠাছিল? বড় জ্বালায় উঠাছিল।
ঠিক পথ কুনটো? তুমাদের পথ? তেলা মাথায় তেল গড়ায়, খা মাথা ফাটি যায়, ই তুমি ভি দেখতেছ মানি লিবেনা।
শহরে যেমন ফিল্ম পাল্টে গিয়েছিল, ইন্দ্র গ্রামে গিয়েও দেখল সেই একই ট্রাডিশান চলছে।
চূড়ামণি ঝাণ্ডা বদল করে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে।
ডোম, সাঁওতাল, ক্যাওট, কাওরাদের জনা পঁচিশেক লোক। ছেলেগুলি এগিয়ে এল। আর্জি আছে। চূড়ামণির বিভিন্ন অসৎ কাজের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি।।
চূড়ামণি পুতিতুণ্ড গ্রাম জীবনের অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। চূড়ামণিরা থাকে। ওরা সব সমাজ ব্যবস্থায় থাম বিশেষ, রাজ যায়, চূড়ামণির কিছু হয় না। চূড়ামণির চেয়ে অনেক আশঙ্কাজনক ঘটনা হল, প্রশাসক দলের ছেলেদের নেতাদের উপর অনাস্থ া।
সেই চূড়ামণি রইল তার সম্পত্তি রইল, টাকার হিসেব দেওয়া মুলতুবি রইল--- অথচ এ নাকি তাদের বিরাট জয়।
ইন্দ্র হাসপাতালে সবই শুনল। মনে অতৃপ্তি, অশান্তি, ক্ষোভ।
পরদিন, প্রায় ধমকাধমকি করে রিলিজ নিয়ে ইন্দ্র রিকশা ধরে একটা।
সোরেনের বারান্দায় বসে চা খাওয়া। গৌর কদম ও রজত চলে আসে। সবাই মিলে ভাত খাওয়া। উপরে মাঠ কোথায় উঠতে উঠতে ইন্দ্র বলে, অনেক কথা আছে--- এবং একটিও কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ে।
দ্বৈপায়ণ চরসায় আসে। প্রথমে মাধব, তারপর পবন ত্রুদ্ধ কালো থাবায় তার আত্মবিশ্বাসের মেকি আবরণ, অসত্যের খে

ালস ছিঁড়ে দেয়।
হুইস্কি খেয়ে, আবার খেয়ে তবে দ্বৈপায়ন ইন্দ্রকে বলতে পারল, আমি প্রমাণ করে দেব, সাঁওতালেরা মোটেই লড়াকু নয়। বুঝেছ হে ছোকরা?
সাঁওতালদের আপনি ঠিকই চিনেছেন তাহলে?
তুমি বুঝতে পারছনা। আদিবাসী সমাজের আদিম ঐক্য বন্ধন জিনিষটা কি বিপজ্জনক। 'দে ডিভাইডেড, ইউ স্টানড। দে ইউনাইটেড উই ফল।'
ইন্দ্র সোরেনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ কথা বলছিল ওরা। তারপর সোরেন বলে, আমার হাতে ছাড়ি দাও।
বুঝে দেখছি, দেখব।
উয়ার কথা কি বলবে?
ইন্দ্রর চোখ ধূসর হল। ইন্দ্র হঠাৎ বলল, আমি তো বলব উনি নিজে কোথায় রওনা দিলেন, জানিনা। তারপর ফিরলেন ভালো, না ফিরলে আমি কি করব?
না দ্বৈপায়নের আর ফেরা হয়নি। সাঁওতালরা যে লড়াকু নয় তা প্রমাণ করে যেতে পারেননি।
বালির পর জাল। মুখ তুলতে আকাশের গায়ে চরসা গ্রাম ভেসে ওঠে। চলতে চলতে সোরেন বলে, তোরে বুঝি বলি নাই উদ্ধব। হুল এর কালো সিদো-কানহুর সাথে সকল ডম বাউরি আনজাত শামিল হয়েছিল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com